মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় মেয়রের ব্যাপক উদ্যোগ

মেহেরপুর শহরসহ আশেপাশের এলাকাকে করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখতে বিভিন্ন কাজ করছেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

রবিবার দিনব্যাপী নিজ উদ্যোগে ও মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের সহযোগীতায় শহরের প্রধান সড়ক ও জন সমাগমের এলাকায় ১২হাজার লিটার জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়।

সেই সাথে করোনা মোকাবেলায় কি কি করনীয় এ বিষয়ে জনগনকে অবহিত করার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিজে মাইকিং করেন। সেই সাথে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম করার আহবান জানান।

পরে দুপুরের দিকে পৌর মেয়রের উদ্যোগে শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে পেয়াজ, ডাল, চাল, তেল, আলু, লবন ও সাবান তুলে দেন।

মেপ্র/এমএফআর

এতে যদি আমার চাকরি চলেও যায়…

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন ডা. আমিরুজ্জামান মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন কুষ্টিয়ার খোকসায় নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। তিনি শনিবার রাতে সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত কয়েকদিন থেকে কোনো ছুটির দরখাস্ত না দিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তিনি ‘নিখোঁজ’ রয়েছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল আলম জানান, ডা. আরেফিনকে ইমার্জেন্সি ডিউটি দেওয়া হয়েছে। তিনি অনুপস্থিত থাকায় চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম ব্যাহত

হচ্ছে।

ডা. আমিরুজ্জামান মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন সাংবাদিকদের জানান, কিছুদিন আগে একজন প্রবাসফেরত ব্যক্তি জ্বর নিয়ে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি হলে তাকে চিকিৎসা দিয়েছিলাম। আমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা নাজুক থাকায় করোনা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে আমি নিজেই কুষ্টিয়ার খোকসা নিজ গ্রামের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছি। করোনা পরিস্থিতিতে সরকারিভাবে চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল করায় আমি কাউকে জানিয়ে আসিনি। এতে যদি আমার চাকরি চলেও যায় তবুও নিজের এবং আশপাশের সকলের কথা চিন্তা করে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুরে পুলিশ সদস্যের মাঝে নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে পুলিশ সদস্যের মাঝে নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে সকল পুলিশ সদস্যের মাঝে নিরাপত্তা সামগ্রী হিসেবে মাস্ক, সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে জেলা পুলিশ লাইন টিনসেডে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী এইসব সামগ্রী পুলিশ সদস্যের হাতে তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম।

মেপ্র/এমএফআর

চুয়াডাঙ্গায় হতদরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ শুরু

চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হতদরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ শুরু হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে যেসব পরিবার কাজে যেতে পারছেন না তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে চাল, ডাল, তেল সাবান প্রভৃতি বিতরণ করা হচ্ছে। প্রতিদিনই তালিকা তৈরি হচ্ছে এবং বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। গত ২৮ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় দুই হাজার পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রবিবার দুপুরে সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের চায়ের দোকানদার আজগার আলীকে জেলা প্রশাসনের

পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। খাদ্যসামগ্রীতে ছিল ১০ কেজি চাল, চিড়া, সাবান, ডাল প্রভৃতি। আজগার আলী জানান, তার একটি চায়ের দোকান আছে। করোনা

ভাইরাসের কারণে চা দোকান এখন বন্ধ। তার আয়ের পথও বন্ধ। ত্রাণ সহায়তা পেয়ে তিনি খুব খুশি বলে জানান। খাদ্যসামগ্রী বিতরণের দায়িত্বে থাকা সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ কুমার সাহা বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে যারা কাজ করতে পারছেন না, যাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে খাদ্যসামগ্রী সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

এই সহায়তা চলমান থাকবে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন বলেন, প্রতিদিনই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের তালিকা তৈরি হচ্ছে এবং খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। শনি ও রবিবার দুদিনে প্রায় দুই হাজার পরিবারকে এ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ
সিলেট নগরীতে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সেই বিদেশি নাগরিক প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

তার দেহে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ৪৫ বছর বয়সী মার্কু নামে ফিনল্যান্ডের এই ব্যক্তি শনিবার বিকালে নগরীর মীরবক্সটুলা এলাকায় রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন ভেবে কেউ তাকে সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন না। আশপাশের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো লক্ষণ নেই বলে সেখান থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসমানী হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল যুগান্তরকে বলেন, ফিনল্যান্ডের ওই নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো উপসর্গ নেই।

মার্কু মাদকাসক্ত। এ কারণে তার কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। তিনি এর আগেও একবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিদেশি হওয়ায় পুলিশ প্রথমে ধারণা করছিল মার্কু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই তাকে প্রথমে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেয়া হয় বলে হিমাংশু জানান।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) জেদান আল মুসা বলেন, মার্কু সিলেট নগরীর হাওয়াপাড়া এলাকায় হোটেল নাজালের ৩০ নম্বর রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন।

তিনি সেখানে গত দেড় মাস ধরে থাকছেন। তার সম্পর্কে প্রয়োজন হলে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানান।

রাজশাহীতে করোনা সন্দেহে চিকিৎসা দেয়নি ৫ হাসপাতাল, ধুঁকে ধুঁকে যুবকের মৃত্যু

করোনা আক্রান্ত সন্দেহে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর মারা গেছেন আল আমিন নামের এক যুবক। তার বাড়ি নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার অলংকার দিঘি গ্রামে।

নারায়ণগঞ্জ ফেরত যুবক আল আমিন (২২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন শনিবার রাত সাড়ে আটটায়।

শনিবার সকালে তীব্র জ্বর, সর্দি, কাশি, ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গ্রামে ফেরেন। তবে গ্রামের লোকেরা তাকে বাড়িতে রাখতে দেয়নি। নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতাল, আদমদিঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রানীনগর উপজেলা হাসপাতালসহ পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরেও কোনো চিকিৎসা না পেয়ে শনিবার বিকালে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত সাড়ে আটটার দিকে আল আমিন মারা যান। মৃত যুবক আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান যুগান্তরকে জানান, তার ছেলে নারায়ণগঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করতেন। শনিবার সকালে সে প্রচণ্ড জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরে। এ সময় গ্রামের লোকেরা তাকে গ্রামে রাখতে বাধা প্রদান করেন। ফলে দ্রুত তাকে নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরা আল আমিনকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেন ও ফেরত পাঠান।

উপায়ন্তর না দেখে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে মোখলেসুর রহমান ছুটেন পার্শ্ববর্তী বগুড়ার আদমদিঘি উপজেলা হাসপাতালে। সেখানেও তাকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করা হয়। পরে রানীনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল মামুনকে জানালে তার হস্তক্ষেপে আল আমিনকে প্রথমে

রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ও পরে আবার নওগাঁ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বিকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আল আমিনকে ২৩ নং মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আল আমিন মারা যান। রামেক হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস যুগান্তরকে জানান, আল আমিনের লাশ রাতেই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে আল আমিন করোনায় নয়, মস্তিস্কের সংক্রমণ বা মেনিনজাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তির সময় তার শরীরে জ্বরের মাত্রা তীব্র ছিল। মাথা ব্যাথা ও গলা ব্যাথা ছিল।

মেডিকেলের ডেথ প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সর্দিজ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনার বিভিন্ন উপসর্গ থাকলেও আল আমিন মারা গেছেন মেনিনজাইটিস বা মস্তিস্কের সংক্রমণে।

তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই কীভাবে আল আমিনের মেনিনজাইটিস শনাক্ত হলো জানতে চাইলে সাইফুল ফেরদৌস কোনো উত্তর দেননি। এছাড়া রামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আল আমিনের করোনার কোনো নমুনা সংগ্রহ করেননি বলে জানান তিনি।

এদিকে নওগাঁর রানীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কেএইচএম ইফতেখারুল আলম যুগান্তরকে জানান, শনিবার যখন আল আমিনকে আমাদের হাসপাতালে আনা হয় তখন তার তীব্র জ্বর ও শ্বাসকষ্ট ছিল। অবস্থা বিবেচনা করে তাকে আমরা নওগাঁ জেলা হাসপাতাল পাঠিয়ে দিই। সেখানে করোনার নমুনা সংগ্রহ করার কথা ছিল। সেটা করা হয়েছে কিনা তিনি জানেন না।

আজ রোববার সকালে মৃত আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, কোথাও তার ছেলের সুচিকিৎসা হয়নি। তিনি ছেলেকে নিয়ে পাঁচটা হাসপাতালে ঘুরেছেন। কিন্তু কেউ চিকিৎসা দিতে রাজি হয়নি। পরে কালিগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বাবলু ও ইউএনও আল মামুন সাহেবের সহযোগিতায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শনিবার রাতে আল আমিন মারা যান। রোববার সকালে নিজ গ্রাম অলরংকারদিঘিতে আল আমিনের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন এলাকাবাসী।

সূএ যুগান্তর

ভোরের ছোঁয়া স্মৃতি সংঘের জীবনানাশক স্প্রে‘র

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া ভোরের ছোঁয়া স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলাকায় জীবনানাশক স্প্রে‘র উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণ এলাকা থেকে স্প্রে করন কাজের উদ্বোধন করা হয়। ভোরের ছোঁয়া স্মৃতি সংঘের সভাপতি মলিন খান উপস্থিত থেকে স্প্রে করন কাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় সাধারণ সম্পাদক ও ৪নং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ খান,পৌরসভার সাবেক কমিশনার মেজবাহউদ্দিন মেঘা সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের খাদ্য সহায়তা

দরিদ্র পরিবারগুলোতে খাদ্য সহায়তা দিলেন গাংনী পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম। আজ শনিবার রাতে তিনি দাসপাড়ায় ৪০টি পরিবারে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ প্রদান করেন।

দরিদ্র কর্মজীবী এসব মানুষ ঘরে বসে সময় কাটাচ্ছে করোনা ভাইরাস সতর্কতায়। তাদের পাশে মানবতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমার ওয়ার্ডের যারা দরিদ্র তারা যাতে খাওয়ার কষ্ট না করে সেজন্য নিজ থেকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে নির্দেমনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে করোনা ভাইরাস মুক্ত হবো আমরা।

তাই সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে এসব গরিব বাজারে কাজে যাচ্ছে না। তাদেরকে সাধ্যমতো সহায়তা করা হবে।

গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানো উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানোর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন উপস্থিত থেকে এ পানি ছিটানোর কাজের উদ্বোধন করেন। এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ সহ নানান কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা এ রোগ থেকে নিজেকে ও আপনজনদের রক্ষা করতে সচেতন হোন। জনসমাগম একেবারে এড়িয়ে চলুন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাংনীর যে সাপ্তাহিক হাটে আজ মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেছে তা রিতিমত অত্যান্ত ঝুঁকি পূর্ণ। মানুষকে এতকিছু বলার পরও তাদের হুশ হয়না কেন আমার বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন, আমরা বামন্দীর বড় গরুর হাট বন্ধ করে দিয়েছি জনগণকে এ করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য। করোনা ভাইরাস বিস্তার যাতে না করতে পারে প্রতিদিন মাইকে সব এলাকায় সচেতনতামূলোক প্রচারণা

চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তারপরও অনেকে তাতে কর্নপাত করছেননা এটা দূঃখজনক। গাংনীর হাট যেহেতু ঝুকিপূর্ণ তাই আগামীতে যাতে জনসমাগম না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এ সময় স্থানীয় নেতা কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামৃড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যামাণ আদালত পরিচালনা করে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ১২ টায় চুুুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সজন আহমেদের নেতৃত্বে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এই জরিমানা করেন।

অভিযানকালে বিশুদ্ধ খাদ্য আইনের সরকারি অধ্যাদেশ ২০০৯ ধারায় বদরুজ্জামান বদুর মুদি দোকানে ৩ হাজার ও আব্দুল হাই সিদ্দিকীর গাউছিয়া ফাস্ট ফুড এণ্ড মুদি দোকানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এ সময় অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেট কে সহায়তা প্রদান করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মেজবাহুর রহমান সহ জেলা পুলিশের সদস্যরা।